Name of the study area: Urban
Data Type: IDI with Household
Length of the interview/discussion: 49:11min.
ID: IDI_AMR309_HH_U_25 July 17
Demographic Information:

Gender	Age	Education	Healthcare decision maker or caregiver	Income	Ages and gender of children living in HH	Ages and gender of older adults living in HH	Ethnicity	Address
Female	21	HSC	Caregiver	30,000 BDT	1.5 Years- Female, 1 Year- Male	NO	Banglai	Total= 8; Husband, Wife, Son-2, Daughter (Res.), Daughter-in-law, Grandchild-2

প্রশ্নকর্তাঃ আপা কেমন আছেন?

উত্তরদাতাঃ ভাল

প্রশ্নকর্তাঃ আমার নাম হচ্ছে.....। আমি আসছি কলেরা হাসপাতাল থেকে। ওখানে হচ্ছে আমরা এন্টিবায়েটিক এর ব্যবহার নিয়ে কাজ করতেছি আর কি। তো এই কাজ করতে গিয়ে আপনার সাথে কথা বলা। তো আপনার পেশা কি একটু বলবেন আপা?

উত্তরদাতাঃ জ্বি, আমি স্টুডেন্ট। পড়াশুনা করি আর বাসায় থাকি গৃহিনী।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আপনি কি স্টুডেন্ট, পড়াশুনা করেন আর হচ্ছে বলতেছেন গৃহিনী ?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ পাশাপাশি

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা তাহলে কোনটা আপনার প্রধান পেশা কোনটা হবে?

উত্তরদাতাঃ প্রধান পেশাতো গৃহিনীই হবে।

প্রশ্নকর্তাঃ গৃহিনীই? আচ্ছা আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ পড়াশুনা তো মানে স্থায়ী না।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ কিছু দিন করবো তারপরে শেষ হইলেই শেষ।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ তারপরে তো সংসারেরটাই করবো।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা। তা এইটা একটু বলেন আপনারা কে কে আছেন এই বাড়ির মধ্যে?

উত্তরদাতাঃ এই বাসায় আমরা যৌথ ফ্যামিলি

প্রশ্নকর্তাঃ হু হু

উত্তরদাতাঃ সবাই মিলে আছি

প্রশ্নকর্তাঃ কয়জন?

উত্তরদাতাঃ আমরা নয় জন।

প্রশ্নকর্তাঃ নয় জন আছেন?

উত্তরদাতাঃ হু

প্রশ্নকর্তাঃ একটু বলবেন নয় জন কে কে?

উত্তরদাতাঃ আমার আব্বা, মা

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ

উত্তরদাতাঃ বড় ভাই,

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা

উত্তরদাতাঃ ভাবি, তাদের একটা মেয়ে আছে দেড় বছর বয়স।

প্রশ্নকর্তাঃ হু হু

উত্তরদাতাঃ আমার ছোট ভাই

প্রশ্নকর্তাঃ হু

উত্তরদাতাঃ আমি, আমার ছেলে

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা। তাহলে হচ্ছে আমার হিসাব মতে হইছে হচ্ছে আট জন।

উত্তরদাতাঃ আটজন কেন?

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আপনার বাবা মা দুই জন হ্যা আর আপনারা তিন ভাই বোন

উত্তরদাতাঃ হু হু

প্রশ্নকর্তাঃ উ তিন ভাই বোন। এ্য পাঁচ জন?

উত্তরদাতাঃ হু

প্রশ্নকর্তাঃ আর আপনাদের ছোট বাচ্চা হচ্ছে দুইটা?

উত্তরদাতাঃ হু

প্রশ্নকর্তাঃ আর পাঁচ, ছয়, সাত

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ

প্রশ্নকর্তাঃ আর ভাবি। আট জন।

উত্তরদাতাঃ আট জন।

প্রশ্নকর্তাঃ আট জন।

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা তাহলে আপা আপনাদের বাড়িতে এখানে আর কি এসে আর কেউ থাকে এখানে?

উত্তরদাতাঃ না না না

প্রশ্নকর্তাঃ কেউ থকে না হ্যাঁ?

উত্তরদাতাঃ শুধু আমরাই থাকি হ্যাঁ।

প্রশ্নকর্তাঃ মাঝে মাঝে এসে বাড়িতে কেউ থাকে রাতের বেলা?

উত্তরদাতাঃ না

প্রশ্নকর্তাঃ এরকম হয়না?

উত্তরদাতাঃ মেহমান আসলে থাকে।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা মেহমান আসলে থাকে।

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ

প্রশ্নকর্তাঃ মেহমান কি খুব ঘন ঘন আসে?

উত্তরদাতাঃ উ নাহ

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা এইটা একটু বলেন যে আপনাদের এখানে ঐযে গরু ছাগল কিছু পালেন কিনা আপনারা? হাস মুরগি?

উত্তরদাতাঃ কবুতর পালা হয়।

প্রশ্নকর্তাঃ কবুতর পালেন হ্যাঁ? আচ্ছা কয়টা আছে কবুতর?

উত্তরদাতাঃ সেটাতো আমার বড় ভাই যে পালে সে বলতে পারবে।

প্রশ্নকর্তাঃ কয়টা আছে জানেন না? আপনাদের বাড়িতে? একসাথে থকেন?

উত্তরদাতাঃ এ্য আমরা আমাদের বাড়িতে ঠিক আছে। কিন্তু আমরাতো পালি না। ঐখানে যাওয়া হয় না আর কি। কবুতরের

প্রশ্নকর্তাঃ কবুতর কোথায়?

উত্তরদাতাঃ ছাদে

প্রশ্নকর্তাঃ ছাদে? ছাদে যান না আপনারা? যান না?

উত্তরদাতাঃ তেমন যাওয়া হয় না।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা। তো কবুতরের ইয়া হচ্ছে ভাই করে?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ

প্রশ্নকর্তাঃ এই জন্য জানেন না কয়টা। আনুমানিক বলতে পারবেন না কয়টা হইতে পারে?

উত্তরদাতাঃ ২০ জোড়া

প্রশ্নকর্তাঃ ২০ জোড়া?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ।

প্রশ্নকর্তাঃ তা অনেকগুলোই তো।

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ।

প্রশ্নকর্তাঃ তা এইগুলা কি এমনেই সখের বসে পালতেছেন নাকি কি জন্য?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ সখের বসেই।

প্রশ্নকর্তাঃ ২০টা অনেক গুলো কিন্তু ২০ জোড়া হলে মানে ৪০টা হয়

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ

প্রশ্নকর্তাঃ তাহলে এইটা একটু বলেন যে আপনাদের এইখানে ঐগুলো তো হচ্ছে ভাই দেখাশুনা করে

উত্তরদাতাঃ হু

প্রশ্নকর্তাঃ আর পরিবারের ইনকাম করে কয় জন? আপনারা অনেক বড় যৌথ ফ্যামিলি ফ্যামিলি একটু বলেন?

উত্তরদাতাঃ তিন জন। আমার দুই ভাই আমার বাবা

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা তাহলে টোটাল আপনাদের ইনকাম কত হয় মানে কে কি কাজ করে এইটা একটু বলেন?

উত্তরদাতাঃ বাবা চাকরী করে।

প্রশ্নকর্তাঃ হু, কোথায়?

উত্তরদাতাঃ এইটা হল বারিধারা।

প্রশ্নকর্তাঃ বারিধারা?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা ঐখানে কোথায় চাকরী করেন?

উত্তরদাতাঃ একটা স্কুলে বা ইয়েতে মানে গাড়ি চালায়।

প্রশ্নকর্তাঃ ও আচ্ছা আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ কোম্পানীতে আর কি, কোম্পানীর

প্রশ্নকর্তাঃ ও আচ্ছা আচ্ছা তারপর হচ্ছে আপনার বড় ভাই?

উত্তরদাতাঃ বড় ভাই এর দোকান আছে কাপড় চোপড়ের

প্রশ্নকর্তাঃ হু হু আর ছোট ভাই?

উত্তরদাতাঃ ছোট ভাইও চাকরি করে একটা গার্মেন্টস এ।

প্রশ্নকর্তাঃ গার্মেন্টস এ? তিন জনে মিলে মোট ইনকাম কত হইতে পারে?

উত্তরদাতাঃ এ্য এইতো পঁচিশ ত্রিশ হাজার টাকা।

প্রশ্নকর্তাঃ ত্রিশ হাজার টাকা?

উত্তরদাতাঃ হু

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা তাহলে একটু এইটা বলেন বাড়ির মধ্যে কি কি ধরনের আসবাবপত্র আছে আপনাদের?

উত্তরদাতাঃ এইতো সাধারনত যা থাকে রান্না বান্নার জন্য

প্রশ্নকর্তাঃ হু হু

উত্তরদাতাঃ আর থাকার জন্য খাট

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ

উত্তরদাতাঃ আলমারি,

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ

উত্তরদাতাঃ সোকেস এইগুলাই তো

প্রশ্নকর্তাঃ আর কি?

উত্তরদাতাঃ ওয়ারড্রোব, টিভি, ফ্রিজ এইগুলাইতো

প্রশ্নকর্তাঃ এইগুলাই না? তা বাড়িটা কার এইটা কি?

উত্তরদাতাঃ বাড়িটা

প্রশ্নকর্তাঃ হু হু

উত্তরদাতাঃ বাড়িটাতো আমাদের

প্রশ্নকর্তাঃ আপনাদের?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ

প্রশ্নকর্তাঃ ইয়া ভাড়া বাড়ি না?

উত্তরদাতাঃ না না।

প্রশ্নকর্তাঃ এইটা কি দোতালাও আছে বাড়ির মধ্যে উপরে ইয়ে আছে?

৫ মিনিট (০৫ঃ০১)

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ এইটা তিন তালা।

প্রশ্নকর্তাঃ তিন তালা। আবার ভাড়াও দেন?

উত্তরদাতাঃ না

প্রশ্নকর্তাঃ এখানেই আপনারা সবাই একসাথে থাকেন আচ্ছা আচ্ছা। আচ্ছা এখন যে এই যে আট জন বললেন হ্যাঁ ঐ বাচ্চাদের সহ আর কি। এই আটজনের মধ্যে এখন সবাই কি এখন সুস্থ্য আছেন?

উত্তরদাতাঃ জ্বি আলহামদুলিল্লাহ সবাই সুস্থ্য আছে।

প্রশ্নকর্তাঃ সবাই সুস্থ্য আছে না?

উত্তরদাতাঃ জ্বি কিন্তু একটু একটু ঠান্ডা আছে বাচ্চাদের।

প্রশ্নকর্তাঃ বাচ্চাদের?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ এখন এই যে বৃষ্টির সময়।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ বৃষ্টি যে দুই তিন দিন ধরে বৃষ্টি হচ্ছে একটানা

উত্তরদাতাঃ এই কারণেই। একটু ঠান্ড ঠান্ডা ভাব আছে দুনোজনেরই।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ অসুধ টসুদ খাওয়াচ্ছেন?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ খাওয়াচ্ছি।

প্রশ্নকর্তাঃ কি অসুদ খাওয়াচ্ছেন?

উত্তরদাতাঃ এ্য ঐযে বেশ কয়েকদিন আগে ঐযে গরম ছিল

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ

উত্তরদাতাঃ যার কারণে ওর ঐযে ঘামাচির মত চুলকানি হইছে।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ

উত্তরদাতাঃ যার কারনে ওকে ঐযে চুলকানির ওষুধ আইনা দেয়া হইছে।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা চুলকানির অসুধ। এইযে ঠান্ডা জ্বরের জন্য ঐযে বললেন একটু ঠান্ডা ঠান্ডা পড়ছে ঐজন্য ঠান্ডা লাগছে বলতেছেন?

উত্তরদাতাঃ ও হ্যাঁ ঠান্ডার জন্য ঐযে বাবুনি বড় যে

প্রশ্নকর্তাঃ হু হু

উত্তরদাতাঃ আমাদের

প্রশ্নকর্তাঃ হু হু

উত্তরদাতাঃ আমার ভাস্তি ওকে তো ঠান্ডার জন্য অসুধ খাওয়ানো হইছে।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা। কতদিন হলো?

উত্তরদাতাঃ এক সপ্তাহ।

প্রশ্নকর্তাঃ এক সপ্তাহ, এখনো কি খাচ্ছে?

উত্তরদাতাঃ হু এখনো খাচ্ছে।

প্রশ্নকর্তাঃ এখনো খাচ্ছে। আচ্ছা আচ্ছা এখন এখনো খাচ্ছে তাহলে? তো এই যে ব্যাপারগুলো হ্যাঁ

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ

প্রশ্নকর্তাঃ তো ওর কি মেইনলি কি হইছে? ঐযে বাবুনের কি হইছে?

উত্তরদাতাঃ এলার্জি

প্রশ্নকর্তাঃ এলার্জি?

উত্তরদাতাঃ এলার্জি ঠান্ডা এলার্জি থেকেই ঠান্ডা বার বার লাগে।

প্রশ্নকর্তাঃ এলার্জি থেকে ঠান্ডাটা লাগছে?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ।

প্রশ্নকর্তাঃ তো এই যে ইয়াটা মানে শুরু হইছিলো কখন থেকে?

উত্তরদাতাঃ এক সপ্তাহ আগে। এক সপ্তাহ আগে থিকা।

প্রশ্নকর্তাঃ এক সপ্তাহ আগে থিকা কি এইটা কি কি কি অসুধ খাওয়াচ্ছেন একটু বলবেন?

উত্তরদাতাঃ সিরাপ

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ ভাবি?

উত্তরদাতাঃ এম্বুলিট সিরাপ

প্রশ্নকর্তাঃ এম্বুলিট সিরাপ

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ

প্রশ্নকর্তাঃ একটাই খাওয়াচ্ছেন? তো ঐটা কোন ডাক্তারের কাছে নিয়া গেছিলেন?

উত্তরদাতাঃ এ্য এইটা হচ্ছে ইষ্টিশেন রোডে।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা ইষ্টেশান রোডে?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ। সরকারি হাসপাতাল।

প্রশ্নকর্তাঃ ইষ্টেশান রোডে? সরকারি হাসপাতাল?

উত্তরদাতাঃ টঙ্গি হাসপাতাল

প্রশ্নকর্তাঃ ঐযে ফিফটি বেড যেইটা আছে

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ

প্রশ্নকর্তাঃ ঐখান থেকে? আচ্ছা। তা এইটা কি এক সপ্তাহ আগে?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ

প্রশ্নকর্তাঃ এক সপ্তাহ আগে। আচ্ছা এখনো পর্যন্ত অসুধটা চলতেছে?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ চলতেছে।

প্রশ্নকর্তাঃ তো কতদিন খাওয়াইতে বলছে?

উত্তরদাতাঃ চৌদ্দ দিন।

প্রশ্নকর্তাঃ চৌদ্দ দিন? তো এখনো সাত দিন গেল।

উত্তরদাতাঃ সাত দিন।

প্রশ্নকর্তাঃ আরো সাত দিন লাগবো?

উত্তরদাতাঃ আরো সাত দিন।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা ঐটা কি ধরনের অসুধ একটু বলবেন?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ ঐটা এ্য এন্টেবায়েটিক

প্রশ্নকর্তাঃ ঐটা এন্টেবায়েটিক অসুধ?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ। একটা এন্টেবায়েটিক আর একটা হচ্ছে এম্বোলিক

প্রশ্নকর্তাঃ একটা এন্টেবায়েটিক আর একটা এম্বোরিক?

উত্তরদাতাঃ এম্বোলিক টা হচ্ছে আপনার এলার্জি প্লাস ঠান্ডা দুইটার জন্যই দিছে।

প্রশ্নকর্তাঃ হু হু

উত্তরদাতাঃ আর মূলত হচ্ছে এলার্জির দাগ হইয়া গেছিলো এজন্য আপনার ইয়েটা দিছে এন্টোবায়েটিকটা দিছে।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা এন্টেবায়েটিকটার নাম বলতে পারবেন?

উত্তরদাতাঃ এ্য কি যেন নাম! মনে নাই এক সপ্তাহ আগে খাওয়ানো হইছে তো

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা এন্টেবায়েটিকটা কি শেষ হয়ে গেছে?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ শেষ হয়ে গেছে।

প্রশ্নকর্তাঃ শেষ হইছে না? কত দিন সাত

উত্তরদাতাঃ সাত দিন খাওয়ানোর পরে শেষ হয়ে গেছে।

প্রশ্নকর্তাঃ সাত দিন খাওয়ানোর পরে শেষ হয়ে গেছে?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ এখন আবার সাত দিনের টা আইনা খাওয়াবো।

প্রশ্নকর্তাঃ ও আচ্ছা ঐটা কি এন্টেবায়েটিকটাই চৌদ্দ দিন দিছিলো?

উত্তরদাতাঃ চৌদ্দ দিন হ্যাঁ

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা

উত্তরদাতাঃ আর ঠান্ডার অসুধটা দশ দিন।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা। তো এন্টেবায়েটিকটা সাত দিনের শেষ হয়ে গেছে কিন্তু এখনো কিনেন নাই।

উত্তরদাতাঃ না। আজকে শেষ হইছে।

প্রশ্নকর্তাঃ আজকে শেষ হইছে?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ আজকে শেষ হইছে আবার আজকে কিনে কালকের থেকে চালাবো

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ কালকের থেকে খাওয়াবো

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা। কিভাবে খাওয়াইতে বলছে?

উত্তরদাতাঃ ঐটা হচ্ছে এক চামচ কইরা দুই বেলা।

প্রশ্নকর্তাঃ এক চামচ কইরা দুই

উত্তরদাতাঃ ঠান্ডার জন্য এক চামচ কইরা দুই বেলা

উত্তরদাতাঃ দুইটা একই। ডোজ একই।

প্রশ্নকর্তাঃ ডোজ একই?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ।

প্রশ্নকর্তাঃ তাহলে বলতেছেন আজকে নিয়ে আইসা আবার খাওয়াইবেন?

উত্তরদাতাঃ আজকে নিয়ে এসে আবার খাওয়াইতে হবে হ্যাঁ।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা

উত্তরদাতাঃ আজকে শেষ হইছে সকাল বেলা

উত্তরদাতাঃ ও। তো কি হইছে বললেন ঐটা?

উত্তরদাতাঃ এই এন্টোবায়োটিকটা কেন?

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ মানে ওর অসুখটা কি হইছে?

উত্তরদাতাঃ অসুখটা হইছে ওর এলার্জি হয়ে পায়ে দাগ দাগ হয়ে গেছে। গুটি গুটি গুটি গুটি হইয়া একটা দাগ হইয়া গেছে।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ

উত্তরদাতাঃ ঐ দাগটা যাওয়ার জন্য ঐ এন্টোবায়োটিকটা দিছে

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা

উত্তরদাতাঃ আর ওর ভিতরে প্রচুর ঠান্ডা আছে। ঠান্ডার কারনে ওর আরো এলার্জি বেড়ে যায় এজন্য ঠান্ডার অসুধটা দিছে।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা

উত্তরদাতাঃ এই দুইটার কারনে।

প্রশ্নকর্তাঃ এই দুইটা কারনে হ্যাঁ?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ।

১০ মিনিট (১০:০১)

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা ঠিক আছে আপা সেইটা না হয় আপনার ভাস্তির জন্য হচ্ছে ভাবি ইয়ে করে নাই।

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ।

প্রশ্নকর্তাঃ এ্য ভাবির কাছ থেকে আমি জেনে নিলাম ব্যাপারটা।

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ।

প্রশ্নকর্তাঃ তাইলে এইটা একটু বলেন যে পরিবারের মধ্যে হ্যাঁ

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ

প্রশ্নকর্তাঃ বাকি বাচ্চারা ছাড়া বাকিরা কি সবাই ভাল আছে?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ আল্লাহর রহমতে সবাই ভালই আছে।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ

উত্তরদাতাঃ কিন্তুক আমার আম্মার ঐ একটু কোমরে সমস্যা তো পা ব্যাথা করে আ্য হাটলে বেশী কোমরে ব্যাথা করে।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা

উত্তরদাতাঃ এইটাই

প্রশ্নকর্তাঃ এইটাই? আর ধরেন এইটার জন্য কি অসুধপত্র কিছু খাচ্ছেন?

উত্তরদাতাঃ আমার আম্মা?

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ

উত্তরদাতাঃ না আমার আম্মা কোন অসুধ খান না।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ

উত্তরদাতাঃ কিন্তু প্রেসার আছে উনার

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ

উত্তরদাতাঃ সবসময় কন্টিনিউ প্রেসার সেক দিতে হয় আর কি।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা আর এই যে এটা একটু বলেন যে আপনার পরিবারের মধ্যে বাকি যে যারা আছে এরা যখন অসুস্থ্য হয় আপনি যেহেতু দেখাশুনা আপনি করেন

উত্তরদাতাঃ হু হু

প্রশ্নকর্তাঃ তা কিভাবে জানতে পারেন এটা একটু বলেন?

উত্তরদাতাঃ যে কোন রোগ হওয়ার আগে তো মনে করেন রোগ একটা বাহিরে একটা ইয়ে দেখা যায়।

প্রশ্নকর্তাঃ হু হু।

উত্তরদাতাঃ তো

প্রশ্নকর্তাঃ মানে ধরেন ভাইয়ের অসুস্থ্য উনি কোন কারণে অসুস্থ্য হলো আপনি কিভাবে জানতে পারেন সেটা?

উত্তরদাতাঃ বাসায় একই সাথে থাকি আমরা তো তো আমরা জানবো না? আমারা এক সাথে খাওয়া দাওয়া করি একসাথে থাকি।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ তা কিভাবে জানতে পারেন আর কি? উনি কি কিছু বলেন আপনাকে?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ অসুস শরীর খারাপ লাগলে সাধারনত

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ

উত্তরদাতাঃ বলেই যে আজকে এরকম লাগতেছে বা আমার ভাল লাগতেছে না।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ

উত্তরদাতাঃ বা আমার ছোট ভাইটা অফিসে না গেলে জিঙ্গেস করে যে কেন যাইতেছিস না?

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ

উত্তরদাতাঃ বা কি সমস্যা?

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ।

উত্তরদাতাঃ এই আরকি।

প্রশ্নকর্তাঃ এভাবেই

উত্তরদাতাঃ এভাবেই জানা হয়ে যায়।

প্রশ্নকর্তাঃ তা আপনার বাবার ব্যাপারটা?

উত্তরদাতাঃ আমার আব্বা অফিসে থাকেন।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ

উত্তরদাতাঃ অফিস থেকে আসলে আনেক সময় মন করেন উনিতো উনারওতো প্রেসারের একটু সমস্যা আছে।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ।

উত্তরদাতাঃ শুয়ে থাকে। যে আব্বা কি হইছে?

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ।

উত্তরদাতাঃ এ্য আমার শরীল খারাপ লাগতাছে। এভাবেই

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ জিঙ্গাস করলে বা শুয়ে থাকলে বা

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ।

উত্তরদাতাঃ কি অবস্থা এইটা জানলেই বোঝা যায়।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ।

উত্তরদাতাঃ জিঙ্গেস করলেই বোঝা যায়।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা এই যে যদি অ্যা দৈনন্দিন কাজ করতে গিয়ে আর কি প্রতিদিনের কাজ করতে গিয়ে কেউ কি সব সময় অসুস্থ্য অসুস্থ্য থাকে এরকম? ধরেন সপ্তাহ খানেক পর পর অসুস্থ্য হয় এরকম কেই বাড়ির মধ্যে?

উত্তরদাতাঃ না এরকম কেউ নাই বাসায়

প্রশ্নকর্তাঃ এরকম কেউ নাই না?

উত্তরদাতাঃ অসুস্থ্য বলতে বাবু দুইটারই একটু ঠান্ডা লাগে

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ

উত্তরদাতাঃ ঠান্ডা লাগে এই আর কিছু না

প্রশ্নকর্তাঃ আর কিছু না?

উত্তরদাতাঃ না আর কিছু না। আর এমনিই মনে করেন সিজন চেঞ্জ হইলে ভাইরাসের কারনে জ্বর আসে।

প্রশ্নকর্তাঃ হু হু

উত্তরদাতাঃ এইটা সবার ক্ষেত্রেই বাসার সবারই হয়। আর কিছু হয়না।

প্রশ্নকর্তাঃ আর কিছু হয়না না? আচ্ছা। তাহলে এই যে ইয়া আপনি তো বললেন সবার আলাদা আলাদা করে বললেন যে কিভাবে আপনি বুঝতে পারেন

উত্তরদাতাঃ হু

প্রশ্নকর্তাঃ তাদের আরকি যখন অসুস্থ্য হয় তারা?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ

প্রশ্নকর্তাঃ তো এদের দেখাশুনা কে করে?

উত্তরদাতাঃ আছে সবাই দেখাশুনা করে। আমি আছি

প্রশ্নকর্তাঃ হু হু

উত্তরদাতাঃ আমার মা আছে

প্রশ্নকর্তাঃ হু হু

উত্তরদাতাঃ ভাবি আছে

প্রশ্নকর্তাঃ হু হু

উত্তরদাতাঃ সবাই সবাইরেই দেখে।

প্রশ্নকর্তাঃ হু ধরেন

উত্তরদাতাঃ যে যখন মানে তার সময়টা পায়

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ

উত্তরদাতাঃ সময়টা মানে তাদের দিকেই দেয়। সবাই তো আর একসাথে অসুস্থ্য হয় না।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ সেটাই সবাই তো একসাথে অসুস্থ্য হয় না। কিন্তু এই যে দেখাশুনা করার কেউ অসুস্থ্য হলে তার ;থাশুনা করার দায়িত্ব পরিবারের মধ্যে কারো কি নির্দিষ্ট করে দেয়া আছে?

উত্তরদাতাঃ না না নির্দিষ্ট করে দেয়া নাই।

প্রশ্নকর্তাঃ নির্দিষ্ট করে দেয়া নাই?

উত্তরদাতাঃ না তবে আমার আম্মারই একটু বেশী আর কি কেয়ার করেন। যেহেতু সে মা

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ।

উত্তরদাতাঃ বাচ্চাদের জন্য তার এক্সট্রা কেয়ার থাকবেই।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ সেটা

উত্তরদাতাঃ সেটা ভাবির ক্ষেত্রেই হোক, আমার ভাইয়ার ক্ষেত্রেই হোক আমার ক্ষেত্রেই হোক, আমার ভাস্তির ক্ষেত্রেই হোক বা আমার ছেলের ক্ষেত্রেই হোক ।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা উনি

উত্তরদাতাঃ উনি আরকি মেইন আর কি দায়িত্ব পালন করেন।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা তা আপনি কে কি দায়িত্ব পালন করেন এখানে যে আপনি যে টেক কেয়ার করেন আপনি কার কার টেক কেয়ার করেন?

উত্তরদাতাঃ এই যে আমার ছেলে।

প্রশ্নকর্তাঃ আপনার ছেলে?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ আর আমার মা।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ

উত্তরদাতাঃ বাবা।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ আমার ভাই যদি শরীর খারাপ লাগে দেখাশুনা করি এই

প্রশ্নকর্তাঃ তার মানে হচ্ছে বোঝা যাচ্ছে আপনার কথা মতে মা হচ্ছে সবারই দেখাশুনা করে।

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ।

প্রশ্নকর্তাঃ আর আপনিও হচ্ছে আপনিও হচ্ছে মোটামুটি সবার দেখাশুনা করেন।

উত্তরদাতাঃ দেখাশুনা করি এ্য আমার ভাবি অসুস্থ্য থাকলে আমি দেখি। আমি আসুস্থ্য থাকলে আমার ভাবি দেখে এইটাই।

প্রশ্নকর্তাঃ এইটাই হয় না?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ। এইটাই এইটাই।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা। সাধারনত যৌথ পরিবার তো দেখা যাচ্ছে অনেক বড় পরিবার

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ

প্রশ্নকর্তাঃ আপনাদের

উত্তরদাতাঃ একজনের সাহায্যে আরেকজনের আসবেই।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ

উত্তরদাতাঃ সেটাই

প্রশ্নকর্তাঃ সেটাই হয়। তো আপা এইটা একটু বলেন আপনাদের যে যখন কেউ অসুস্থ্য হয় আর কি সাধারনত তাহলে হঠাৎ করে অসুস্থ্য হলো বা ছোট ধরনের হলো বা বড় ধরণের হলো হ্যাঁ?

উত্তরদাতাঃ হু হু

প্রশ্নকর্তাঃ অসুস্থ্য হইলে আপনারা কোথায় যান সবার আগে?

উত্তরদাতাঃ মানে যদি ধরেন দেখতেছি

প্রশ্নকর্তাঃ হু হু

উত্তরদাতাঃ যে আমার যদি মা'র ক্ষেত্রে আসে

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ।

উত্তরদাতাঃ আমার আম্মার ক্ষেত্রে

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ।

উত্তরদাতাঃ উনার একটা মানে একেবারে প্রথম থেকেই একটা মনে করেন এই পারমানেন্ট ডাক্তার আছে উনার।

১৫ মিনিট (১৫:০৪)

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ যেহেতু উনার প্রেসারের সমস্যা আছে।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ।

উত্তরদাতাঃ আবার মাথায় মানে খারাপ লাগলে ঘুম হয়না।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ।

উত্তরদাতাঃ এজন্য উনাকে পারমানেন্ট একটা ডাক্তার দেখানো হয়।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা। আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ যেইটা আমরা কেউ দেখাই না।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ শুধু উনাকেই দেখানো হয়।

প্রশ্নকর্তাঃ শুধু উনাকেই দেখানো হয়? উনার সমস্যাটা বললেন উনার প্রেস্যার আছে না?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ।

প্রশ্নকর্তাঃমাথা মাথা ব্যাথা করে?

উত্তরদাতাঃ ব্যাথা

প্রশ্নকর্তাঃ তা উনার হচ্ছে কোন ডাক্তার দেখান উনি?

উত্তরদাতাঃ এইটা হইলো অ্যা গাজিপুরে বোর্ড বাজার যেইটা বলে

উত্তরদাতাঃ হু হু

উত্তরদাতাঃ সেইখানে একজন ডাক্তার আছে এম বি বি এস

প্রশ্নকর্তাঃ হু

উত্তরদাতাঃ ডা:৪০

প্রশ্নকর্তাঃ হু হু

উত্তরদাতাঃ উনাকে দেখানো হয়।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা তাহলে এমবিবিএস ডাক্তার না?

উত্তরদাতাঃহ্যাঁ

প্রশ্নকর্তাঃ এইটা কত বছর ধরে দেখাচ্ছেন?

উত্তরদাতাঃ অনেক দিন ধইরা দেখাইতেছে। দশ বছর তো হইবোই না?

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা দশ ধরেই আপনি এ্য উনি কন্টিনিউ করতেছেন

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ

প্রশ্নকর্তাঃ উনি কি একা যান ওখানে নাকি

উত্তরদাতাঃ আমার বড় ভাই নিয়া যায়।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা

উত্তরদাতাঃ আমার যদি ছোট ভাই সময় পায় ছোট ভাই নিয়ে যায়। আমার বাবা নিয়ে যায়।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ আমার আমার হাজবেন্ডও নিয়ে গেছে সময় পেলে।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা এরকম কখনো হয় কি যে উনি একা গেছেন?

উত্তরদাতাঃ না না একা উনি উনি একা যেতে পারবে? এতো দুর সম্ভব নাকি

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা কেউ না কেউ থাকে সাথে?

উত্তরদাতাঃ কেউ না কেউ যেতে হয়।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা তো এরকম কি সব সময় কি যেভাবে বললেন শুনে মনে হলো সব সময় পুরুষরা সাথে যায় উনার সাথে

উত্তরদাতাঃ না আমার ভাবিও গেছেন।

প্রশ্নকর্তাঃ ও ভাবিও গেছে?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ আমার ভাবি, আমার বড় ভাই আমার ভাবি নিয়ে গেছে।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা। আচ্ছা আচ্ছা। তো তাহলে এইটা একটু বলেন যে এই যে যাওয়ার সিদ্ধান্ত উনাকে দেখানোর সিদ্ধান্ত আর কি ঐ ডাক্তার কে এখান থেকে তো অনেক দুরে আপনাদের?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ।

প্রশ্নকর্তাঃ এই সিদ্ধান্তটা কার ছিল?

উত্তরদাতাঃ সিদ্ধান্তটা মানে যখন আমার আম্মার এরকম সমস্যা হইতো

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ।

উত্তরদাতাঃ ঘন ঘন প্রেসার উঠতো, ঘুম আসতো না, মাথা যন্ত্রনা করতো তখন আমরা সবাই চিন্তা করলাম যে তাকে কোথায় নিলে ভাল হয়।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ।

উত্তরদাতাঃ সবচেয়ে বেটার হয় কোথায়

প্রশ্নকর্তাঃ হু হু

উত্তরদাতাঃ আবার ভাইয়া যেহেতু সবার বড়

প্রশ্নকর্তাঃ হু হু হু

উত্তরদাতাঃ সে অনেক সবাইকে সাথে আলাপ আলোচনা করছেন। জিঙ্গেস করছেন কোথায় নিলে আমার আম্মার ভাল চিকিৎসা হবে, বেটার হবে।

প্রশ্নকর্তাঃ হু

উত্তরদাতাঃ তো উনি উনার বন্ধুর কাছ থেকে জেনে আমাদেরকে সবাইকে বলছে তো আমরা সবাই এগ্রি করছি উনার কথা।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা তার মানে এই সিদ্ধান্ত একসাথে মিলে মিশে নিছেন?

উত্তরদাতাঃ মিলে মিশে।

প্রশ্নকর্তাঃ উনি মেইন ইয়েটা নিয়ে আসছেন আর কি খবর টবর নিয়ে আসছেন

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ।

প্রশ্নকর্তাঃ তাইতো।

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ।

প্রশ্নকর্তাঃ তারপরে আচ্ছা ঠিক আছে। তা এইটাতো গেল মায়ের ক্ষেত্রে আর বাকিদের ক্ষেত্রে কি বলেন?

উত্তরদাতাঃ আর বাকিদের ক্ষেত্রে ধরেন অতো বড় মানে অত বড় মেইনলি ধরনের সমস্যা আল্লাহর রহমতে নাই।

প্রশ্নকর্তাঃ হু হু

উত্তরদাতাঃ তারপরেও ঠান্ডা, জ্বর,

প্রশ্নকর্তাঃ হু হু হু

উত্তরদাতাঃ কাশি হাতে ব্যাথা

প্রশ্নকর্তাঃ হু হু

উত্তরদাতাঃ বা মনে করেন অন্য কোন কিছু হইলে টইলে

প্রশ্নকর্তাঃ হু

উত্তরদাতাঃ আমাদের এইখানে একটা সব সময় পরিচিত ডাক্টার আছেন

প্রশ্নকর্তাঃ হু

উত্তরদাতাঃ আমাদের রেল ইষ্টিশনের পেছনে বসেন উনি

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ ডা:২৮

প্রশ্নকর্তাঃ ডা:২৮?

উত্তরদাতাঃ এমবিবিএস ডাক্টার উনি

প্রশ্নকর্তাঃ এমবিবিএস?

উত্তরদাতাঃ উনার কাছে আমরা যাই।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা। সবাই যান?

উত্তরদাতাঃ হু সবাই যাই।

প্রশ্নকর্তাঃ ধরেন হালকা একটু জ্বর হলো তখন

উত্তরদাতাঃ হু আমার আব্বা উনার কাছ থিকাই চিকিৎসা করেন সব সময়

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা

উত্তরদাতাঃ আমার ভাইয়া যদি ঠান্ডা ঠুন্ডাও লাগলে এমনি অসুধ খাইলে সাইরা যায়। কিন্তু বড় ধরণের জ্বর টর ভাইরাস কিছু হইলে উনার কাছেই যায়।

প্রশ্নকর্তাঃ উনার কাছেই যায়?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ।

প্রশ্নকর্তাঃ আপনারা বাকি সবাই যান উনার কাছে?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আর ছোট বাচ্চাদের ক্ষেত্রে?

উত্তরদাতাঃ ছোট বাচ্চাদের ক্ষেত্রে আমার ছেলেকে দেখাই ড.আনোয়ারকে।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ ।

উত্তরদাতাঃ যিনি রেল ইষ্টিশন বসেন

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ ।

উত্তরদাতাঃ টঙ্গী হাসপাতাল এর বিপরিত পাশে।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ

উত্তরদাতাঃ উনি কিডনি এবং শিশু বিশেষজ্ঞ।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ আমার ছেলেকে ঐখানেই দেখানো হচ্ছে

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ।

উত্তরদাতাঃ আর আমার ভাস্তিকে

প্রশ্নকর্তাঃ হু

উত্তরদাতাঃ ওর নানু বাড়ি থাকে যদি

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ।

উত্তরদাতাঃ ঐখানে দেখানো হয় একজন। উনি .... বিশ্বাস।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ উনিও এমবিবিএস

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা। আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ শিশু বিশেষজ্ঞ

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ উনাকে দেখানো হয়।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা উনার বাড়ি কোথায়? ইয়া ভাবির বাপের বাড়ি?

উত্তরদাতাঃ টুঙ্গিবাজার

প্রশ্নকর্তাঃ টুঙ্গিবাজার?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ

প্রশ্নকর্তাঃ ও আচ্ছা আচ্ছা। তাহলে আপনারা যে ওখানেই কি সব সময় দেখায় মানে?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ আমার ভাস্তিকে ঐখানেই সব সময় দেখানো হয় আর আমার ছেলেকে আমি এই ডা:২৭ কাছেই দেখাই।

প্রশ্নকর্তাঃ তো ভাস্তিকে দেখানোর জন্য ঐটা এখান থেকে কতক্ষন লাগে যাইতে ঐ ডাক্তারের কাছে?

উত্তরদাতাঃ বিশ পঁচিশ মিনিট। আর জ্যাম থাকলে আরেকটু বেশী।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা । তাহলে তো খুব বেশী দুরেও না।

উত্তরদাতাঃ না

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা । তা ঐযে এখানে বাচ্চাকে আপনি ডা:২৭ দেখাবেন

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ

প্রশ্নকর্তাঃ বা আপনারা সবাই ডা:২৮ দেখাবেন বা ভাস্তিকে হচ্ছে আরেকটা ... ডাক্টার তাকে দেখাবেন। এই ব্যাপারটা কে সিদ্ধান্ত নেয়?

উত্তরদাতাঃ ব্যাপারটা কে সিদ্ধান্ত নেয়?

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ।

উত্তরদাতাঃ আমরা তখন অনেক ছোট।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ।

উত্তরদাতাঃ এ্য তখন থেকে আমার মায়ের সঙ্গে পরিচয় ডাক্টার নজরুল।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ া হ্যাঁ

উত্তরদাতাঃ না উনি মানে আমাদের ছোট থাকতেই উনার কাছে নিয়ে যেতেন

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ মানে একটা পরিচয় হয়ে গেছে। একটা ভরসা হয়ে গেছে।

২০ মিনিট (২০:০২)

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ।

উত্তরদাতাঃ এই কারণেই উনার সিদ্ধান্তেই আমরা ডা:২৮ কাছে যাওয়া করছি করতেছি।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা। সেইটা ছোট বেলা থেকেই চলে আসতেছে?

উত্তরদাতাঃ ছোট বেলা থেকেই চলে আসতেছে।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ।

উত্তরদাতাঃ আর এরকম মনে করেন আমার ভাস্তিকে দেখাবে

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ।

উত্তরদাতাঃ ও ঐখানে মনে আশে পাশে সবচাইতে ভাল বেটার যে

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ।

উত্তরদাতাঃ সেইটা সিদ্ধান্ত নেয় আমার ভাই ভাবি এরপরে আমার ভাবির মা আছেন।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ

উত্তরদাতাঃ আমার ভাস্তির নানু।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ

উত্তরদাতাঃ নানা।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ

উত্তরদাতাঃ তারা সবাই মিলে ঐখানে যেটা ভাল ডাক্টার সেটা

প্রশ্নকর্তাঃ সেটা?

উত্তরদাতাঃ তাকেই দেখায়।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ ঠিক আছে? আর আমাদের বাসার সবার সিদ্ধান্তে আমি আমার ছেলেকে নানুর কাছে নিয়ে যাই।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে। তাহলে এই যে ওরাতো গেলে ডাক্টারের কাছে গেলে একটা প্রেসক্রিপশন দেয় হ্যাঁ?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ।

প্রশ্নকর্তাঃ যেহেতু আপনারা সবাই এম বি বি এস ডাক্টারের কাছেই যান

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ

প্রশ্নকর্তাঃ তাহলে যখন প্রেসক্রিপশন দেয় ওখানে কয়েকটা অসুধের নামও লিখে দেয় হ্যাঁ

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ

প্রশ্নকর্তাঃ তো বলে যে চৌদ্দ দিন, বা দশ দিন বা সাত দিন

উত্তরদাতাঃ সাত দিন

প্রশ্নকর্তাঃ এই ভাবে খাইতে হবে এইভাবে কিছু এ নির্দেশনা দেয়।

উত্তরদাতাঃ হু হু

প্রশ্নকর্তাঃ তো আপনারা কিভাবে অসুধগুলা নিয়ে আসেন?

উত্তরদাতাঃ অসুধগুলা কি ঐ ডিসপেন্সারিতেই পাওয়া যায়।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ

উত্তরদাতাঃ যেখানে ডাক্টার বসের ওখানে একটা ডিসপেন্সারি থাকে উনার

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ

উত্তরদাতাঃ উখানেই পাওয়া যায়। আমার ঐখান থিকাই নিয়ে আসি বাসায় আসার সময়।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা । তো সব অসুধ কি একসাথে নিয়ে আসেন না কিভাবে আনেন অসুধগুলো?

উত্তরদাতাঃ যেহেতু সে বলে দেয় যে কখন কোনটা খাওয়াবেন

প্রশ্নকর্তাঃ হু হু

উত্তরদাতাঃ কিভাবে খাওয়াবেন

প্রশ্নকর্তাঃ হু হু

উত্তরদাতাঃ এইগুলা যখন লেখা থাকে

প্রশ্নকর্তাঃ হু হু

উত্তরদাতাঃ তখন ঐ আমরা এই প্রেসক্রিপশন দেখেই নিয়ে আসি।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা। ধরেন আপনাকে এক মাসের অসুধ দিলো তখন আপনি কি করেন?

উত্তরদাতাঃ এক মাসের অসুধ দিলে যদি একটা ফাইল এক মাস যায় তাইলে একটা ফাইলই নিয়ে আসি

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ

উত্তরদাতাঃ আর যদি একটা ফাইল মনে করেন একমাস না যায়

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ

উত্তরদাতাঃ তাহলে মনে করেন এখন একটা ফাইল নিবো তারপরে আরেকটা ফাইল নিয়ে আসবো বা সাথে করে দুইটাই নিয়ে আসবো

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ

উত্তরদাতাঃ একটা খাওয়াবো আরেকটা পরে শেষ হলে আরেকটা খাওয়াবো।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ। তা কি একবারে একসাথে এক মাসের অসুধ কিনে নিয়ে আসেন?

উত্তরদাতাঃ ও সেটা মানে সব সময় না। বাচ্চাদের ক্ষেত্রে তো দশ দিন বারো দিন চৌদ্দদিন

প্রশ্নকর্তাঃ হু হু হু

উত্তরদাতাঃ এরকম হয়। একমাসের অসুধ তেমন একটা দেয় না।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা তাহলে কি

উত্তরদাতাঃ আর দিলে সেটা নিয়ে আসি।

প্রশ্নকর্তাঃ এক সাথেই নিয়ে আসেন? মানে যত দিনের দিক সব অসুধ এক সাথে কিনে নিয়ে আসেন?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা। তা এই যে তাহলে সব ডাক্টার যেখানে বসে আর কি আপনার ডা:২৭ বা ...ডাক্টার বা ডা:২৮

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ বা এই যে খালার যে ডাক্টার আর কি ঐযে

উত্তরদাতাঃ ডা:৪০

প্রশ্নকর্তাঃ ডা:৪০ ওখানেই হচ্ছে আপনারা কি সব ঐ জায়গা থেকেই যে যে জায়গায় দেখান ঐ জায়গা থেকেই অসুধ নিয়ে আসেন নাকি নির্দিষ্ট কোন ফার্মেসি থেকে অসুধ নিয়ে আসেন?

উত্তরদাতাঃ নির্দিষ্ট বলতে ফার্মেসি মানে বাবুনি আমাদের বাবুনির দুই জনের অসুধ ঐ নির্দিষ্ট স্থান থেকেই আনা হয়।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা কোথা থেকে?

উত্তরদাতাঃ আমার ভাস্তিরটা আনা হয় .....

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা উনার ঐখান থেকে

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ

প্রশ্নকর্তাঃ ঐ ফার্মেসি থেকে

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ আর আমার ছেলেরটা আনা হয় ডা:২৭ ওখান থেকে

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ আর ডা:২৮ যিনি

প্রশ্নকর্তাঃ হু হু

উত্তরদাতাঃ মানে যাদের যার উনার কাছে আমরা যারা সবাই যাই

প্রশ্নকর্তাঃ হু হু

উত্তরদাতাঃ মনে করেন যদি মনে করেন এস্টিবায়েটিক উনি দেন বা অন্য কোন অসুধ দেয় তাহলে উনার ডিসপেন্সারি থেকেই আনা হয়।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা

উত্তরদাতাঃ ঠিক আছে? আর ধরেন ডা:৪০ যেইটা

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ

উত্তরদাতাঃ ঐটা অনেক সময় ঐখান থেকেও আনা হয় আবার অনেক ক্ষেত্রে আমার ভাইয়া বাইরে থেকেও নিয়ে আসে।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা। নির্দিষ্ট কোন আপনাদের পছন্দের দোকান আছে ফার্মেসি যেখানে থেকে আপনারা সব সময় অসুধ কিনেন?

উত্তরদাতাঃ নির্দিষ্ট বলতে আমাদের পাশের বাসার বলতে উনাদের মনে করেন এখানে ডিসপেন্সারি আছে আমাদের বাসার সামনে

প্রশ্নকর্তাঃ হু হু

উত্তরদাতাঃ ঐখান থেকে মনে করেন গ্যাষ্টিকের অসুধ

প্রশ্নকর্তাঃ হু

উত্তরদাতাঃ জ্বরের অসুধ, ঠান্ডার অসুধ এই জাতীয় কিছু আনা হয়।

প্রশ্নকর্তাঃ এই জাতীয় কিছু আনা হয়? ধরেন হঠাৎ করে বাড়ির মধ্যে অসুধ দরকার লাগলো আর কি

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ

প্রশ্নকর্তাঃ তখন আপনারা কি করেন? কোথায় যান? কোথা থেকে নিয়ে আসেন?

উত্তরদাতাঃ এই পাশের ডিসপেন্সারি থেকেই আনি।

প্রশ্নকর্তাঃ পাশের ডিসপেন্সারি?

উত্তরদাতাঃ এটা অলওয়েজ তখন তো আর জরুরী যেটা -----২৩:৫০----তখন তো আর দুরে যেতে পারতেছি না।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ তখন দরকার লাগলে কাছ থেকেই নিয়ে আসি।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা। তা আপনারা এখান থেকে কিনেন শুধু হচ্ছে গ্যাষ্টিক, জ্বরের অসুধ?

উত্তরদাতাঃ জ্বর, ঠান্ডা, গ্যাষ্টিক

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ তারপরে ধরেন স্যালাইন

প্রশ্নকর্তাঃ হু হু

উত্তরদাতাঃ তারপরে ভিটামিন

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ ছোট বাচ্চাদের নাপা।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ ধরেন আমি টিকা দিলাম।

প্রশ্নকর্তাঃ হু

উত্তরদাতাঃ তখন আমার বাচ্চাটারে বললো যে একটা নাপা খাওয়াইয়া দিবেন

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ

উত্তরদাতাঃ জ্বর আসতে পারে।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ

উত্তরদাতাঃ তো আমি তো আর অত দুরে যাব না।

প্রশ্নকর্তাঃ হু

উত্তরদাতাঃ ঠিক না? তো তখন এখান থেকেই নিয়ে নেই।

প্রশ্নকর্তাঃ এখানে ঐ পাশের দোকান থেকে?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ

প্রশ্নকর্তাঃ কার কার এখানে তো অনেকগুলো ফার্মেসিই আছে। আপনারা কি কোন নির্দিষ্ট কোন ফার্মেসিতে?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ নির্দিষ্ট বলতে এইখানে আমাদের একটা ভাইয়া আছে। ওখান থেকেই আনা হয় সব সময়।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা। এরকম কখনো হইছে এই যে বললেন আপনারা যখন নিয়ে আসেন একবারে একমাসের অসুধ নিয়ে আসেন বললেন। এই সিদ্ধান্তগুলো কে নেয়? যে পুরো এক মাসের অসুধ নিয়ে আসবেন? এই সিদ্ধান্তগুলো কে নেয়?

উত্তরদাতাঃ পুরা এক মাসের

প্রশ্নকর্তাঃ বা পুরা পনেরো দিনের বা যত দিনের দেয় আর কি কোর্সটা দেয়

উত্তরদাতাঃ বাবুদের ক্ষেত্রে আমরাই সিদ্ধান্ত নেই।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা। আচ্ছা আচ্ছা ।

২৫ মিনিট (২৫:০০)

উত্তরদাতাঃ ঠিক আছে। আর যদি বড়দের ক্ষেত্রে হয়

প্রশ্নকর্তাঃ হু হু

উত্তরদাতাঃ তাহলে সেটা মনে করেন আমার বড় ভাইয়া নেয় বা আমার মা নেয়।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা। উনারা নেন না?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ

প্রশ্নকর্তাঃ আর বাচ্চাদের ক্ষেত্রে আপনারা নিজেরাই নেন?

উত্তরদাতাঃ আমরা যখন যাই সাথে তখন ডাক্তার কে জিঙ্গেস করি।

উত্তরদাতাঃ হু হু

উত্তরদাতাঃ ডাক্তারের সাথে পরামর্শ কইরা নিয়ে আসি।

প্রশ্নকর্তাঃ নিয়া আসেন। তো যখন বাচ্চাদের অসুস্থ হইলে যখন ইয়া ডাক্তার দেখাইতে নিয়া যান সাথে কি বাচ্চাকে নিয়ে যান?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ। আবশ্যই যেহেতু বাচ্চাদের ডাক্তার বাচ্চাকে তো নিয়ে যাওয়াই লাগবে চেকআপের জন্য

প্রশ্নকর্তাঃ সাথে কি আর কেউ যায়? আপনি গেলেন ধরেন আপনার বাচ্চার জন্য আপনি গেলেন আপনার বাচ্চা গেল সাথে আর কেউ কি যায়?

উত্তরদাতাঃ যায় আমার ছেলেকে নিয়ে গেলে আমার মা যায়। আর আমার মা যদি যেতে না পারে তাহলে আমার বাবা যায়।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা। মানে কেউ না কেউ সাথে যায়?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ কেউ না কেউ সাথে যায়। এ্য বাচ্চা নিয়ে একা সামলানো তো একটু সমস্যা

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা

উত্তরদাতাঃ আমার বাবা না যেতে পারলে আমার বড় ভাই যায়।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ আমার ভাস্তির ক্ষেত্রে আমার ভাবি যায়

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ

উত্তরদাতাঃ আমার ভাস্তির নানু আছে সে যায়।

প্রশ্নকর্তাঃ হু হু মানে কখনো আপনার বাচ্চাকে নিয়ে একা যান না কারণ

উত্তরদাতাঃ না না না

প্রশ্নকর্তাঃ কারণ

উত্তরদাতাঃ আমার ভাবিও যায় না। কেউ না কেউ গেছে সাথে।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা। তো সর্বশেষ কার জন্য অসুধ নিয়ে আসছেন?

উত্তরদাতাঃ সর্বশেষ প্রথমত আমার ভাস্তির জন্য অসুধ আনা হইছে। তারপরে আমার ছেলের জন্য।

প্রশ্নকর্তাঃ ছেলের জন্য কতদিন আগে?

উত্তরদাতাঃ এই গত কালকে

প্রশ্নকর্তাঃ গত কালকে? আর ভাস্তির কথা তো শুনলাম একটু আগে যে শুরুতে

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ

প্রশ্নকর্তাঃ এ্য দুই কখন বললেন?

উত্তরদাতাঃ গতকাল

প্রশ্নকর্তাঃ গতকালকে কিসের অসুধ নিয়ে আসছেন?

উত্তরদাতাঃ ওর ঐযে এলার্জি জাতীয় কিছুদিন আগে গরমে পড়লো বেশ গরম। ঐ গরমে ঘামাচির মতো দানা দানা শরীরে উঠে

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ

উত্তরদাতাঃ সারা শরীর ভরে গেছে দানা দানা এখন চুলকায়, জ্বালাপোড়া করে।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা এটা কোথায় অসুধ নিয়ে আসছেন এমনি

উত্তরদাতাঃ না

প্রশ্নকর্তাঃ নাকি ডাক্টার দেখায়া নিয়ে আসছেন?

উত্তরদাতাঃ অসুধ বলতে এইটা না বেশ কিছুদিন আগেও দেখা দিছিলো।

প্রশ্নকর্তাঃ হু

উত্তরদাতাঃ এর আগেও একবার গরম পড়লো -------২৬:৫৯-----

প্রশ্নকর্তাঃ হু হু

উত্তরদাতাঃ অসুধ খাওয়াইছি, আবার মলম দিছে ব্যবহার করছি।

প্রশ্নকর্তাঃ হু হু

উত্তরদাতাঃ এইগুলা না চলে গেছিলো। তারপরে বেশ কিছুদিন পর আবার হইছে

প্রশ্নকর্তাঃ হু হু

উত্তরদাতাঃ তারপরে আবার ঐ মলমটা লাগাইছি চলে গেছে

প্রশ্নকর্তাঃ হু

উত্তরদাতাঃ এখন আবার দেখা দিছে

প্রশ্নকর্তাঃ হু হু হু

উত্তরদাতাঃ তাহলে এইটা একটা সমস্যা

প্রশ্নকর্তাঃ হু হু

উত্তরদাতাঃ হয় তো আমার ভাস্তিকে দেখাইছে যে ডাক্টার ঐ আমার ভাবিবললো যে ঐখানে যাও ঐখানে এই চিকিৎসা ভাল হয়

প্রশ্নকর্তাঃ হু

উত্তরদাতাঃ তো ঐখানে গেলাম ওরে দেখায়া আসুধ আনলাম।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা। কালকেই দেখাইছেন ডাক্টার?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা। তো কি কি অসুধ দিছে একটু বলতে পারবেন?

উত্তরদাতাঃ একটা দিছে ফ্লুগাল

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা

উত্তরদাতাঃ যেইটা মনে করেন এন্টোবায়োটিক ভিতর থেকে জীবানুটা সেইটা

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ

উত্তরদাতাঃ বের হইয়া যাবে।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ

উত্তরদাতাঃ এই যে কিছু দিন পর পর ঐটা দেখা দেয়

প্রশ্নকর্তাঃ হু হু

উত্তরদাতাঃ ঐটার জন্য আর কি।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ আর একটা দিছে হইলো একটা ফ্লুগাল আরেকটা হইছে এলারিক

প্রশ্নকর্তাঃ কি বললেন

উত্তরদাতাঃ এলারিট এলারিট

প্রশ্নকর্তাঃ এলারিক?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ রিট এলারিট

প্রশ্নকর্তাঃ এলারিট?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ

প্রশ্নকর্তাঃ এই দুইটাই অসুধ দিছে?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ

প্রশ্নকর্তাঃ তাহলে আপনার হচ্ছে একটা এন্টিবায়েটিক আরেকটা

উত্তরদাতাঃ এমনি ঠান্ডার জন্য, জ্বালা-পোড়া করে শরীর

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা এই দুই ধরণের? কত দিনের খাইতে বলছে এবং কিভাবে খাইতে বলছে একটু বলবেন?

উত্তরদাতাঃ যেইটা এলারিট বলছে সেইটা আধা চামিচ করে দুইবার সকালে রাত্রে।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ ঠিক আছে? সেইটা দশ দিন খাওয়াইতে হইবো

প্রশ্নকর্তাঃ দশ দিন?

উত্তরদাতাঃ আর যেটা ফ্লুগাল সেইটা এক চামচ করে

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ

উত্তরদাতাঃ শুধু রাত্রে

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ

উত্তরদাতাঃ সাত দিন

প্রশ্নকর্তাঃ সাত দিন?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা এখনো হচ্ছে আপনি গতকালকে নিয়ে আসছেন কয় বেলা খাওয়াইছেন?

উত্তরদাতাঃ রাত্রে খাওয়ানো হইছে

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ

উত্তরদাতাঃ কালকে সকালে খাওয়ানো হইছে

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ

উত্তরদাতাঃ আবার আজকে রাত্রে খাওয়ানো হবে

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা এখন কেমন আছে?

উত্তরদাতাঃ এখন মানে এন্টিবায়েটিক তো

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ

উত্তরদাতাঃ পাঁচ দিন গেলে বা সাত দিন গেলে পুরাপুরি বুঝা যায়।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা এখনো পুরাপুরি বোঝা যায় না?

উত্তরদাতাঃ এখন বোঝা যাইতেছে না একটু বোধহয়, চুলকানির ভাবটা একটুখানি কমবে।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ

উত্তরদাতাঃ এরকম মানে লাগতেছে

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ

উত্তরদাতাঃ কিন্তু এতো তাড়াতাড়ি তো হয়না সাধারণত।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ

উত্তরদাতাঃ আরেকটু সময় দিতে হবে।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা। এ্য আচ্ছা এখনো ইয়া হয় নাই?

উত্তরদাতাঃ পুরোপুরি কাজ হয় নাই আর কি।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা মাত্র একদিন খাওয়াইছেন?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ একদিন খাওয়াইছি

প্রশ্নকর্তাঃ গত কালকে রাত্রে একবেলা আর আজকে সকালে একবেলা না?

উত্তরদাতাঃ সকালে একবেলা

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা তো ঐযে অসুধগুলো কিনে আনছেন অসুধগুলো কোথা থেকে কিনে আনছেন?

উত্তরদাতাঃ ঐযে বললাম আমার এক ভাইয়া আছে পাশে ডিসপেনসারি।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা উনার কাছ থেকে নিছে আসছেন?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ

প্রশ্নকর্তাঃ কিন্তু দেখাইছেন হচ্ছে এ্য

উত্তরদাতাঃ টঙ্গী হাসপাতালে।

প্রশ্নকর্তাঃ টঙ্গী হাসপাতালে। আচ্ছা তাহলে এইটা একটু বলেন যে কি কি ধরনের অসুধ পাওয়া যায় এই সামনের ইয়া দোকানে?

উত্তরদাতাঃ সব ধরণের। ঐখানে ডাক্টারও আইসা বসেন।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা ডাক্টার আইসা বসেন বলতে কি এমবিবিএস ডাক্টার?

উত্তরদাতাঃ এমবিবিএস উনি হ্যাঁ এরকমই এমবিবিএস

প্রশ্নকর্তাঃ এমবিবিএস না?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ এমবিবিএস

৩০ মিনিট (৩০:০০)

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা তাহলে ঐযে ভাই বললেন উনি কি শুধু দোকানে অসুধ বিক্রি করে নাকি উনি নিজেও চিকিৎসা করেন?

উত্তরদাতাঃ চিকিৎসা বলতে উনি মনে করেন ডিসপেনসারি যেরকম

প্রশ্নকর্তাঃ হু হু

উত্তরদাতাঃ ঐরকম

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা

উত্তরদাতাঃ পড়াশুনা করছেন ডিসপেনসারির উপরে, অসুধের উপরে।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা

উত্তরদাতাঃ ঐযে মানে যেটা বলা যাবে যে উনি এমবিবিএস ডিগ্রি প্রাপ্ত কিনা সেইটা কিন্তু না।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা। সেইটা না?

উত্তরদাতাঃ না

প্রশ্নকর্তাঃ তাইলে অন্য ডিগ্রি কি নিছেন

উত্তরদাতাঃ এই ডিসপেনসারির উপরে, অসুধের উপরেই পড়াশুনা করছেন

প্রশ্নকর্তাঃ অসুধের আচ্ছা, আচ্ছা। আপনি কি জানেন যে কতটুকু পড়াশুনা করছে কয় বছর?

উত্তরদাতাঃ এইটা হচ্ছে আপনার ইয়া ফার্মাসিষ্ট আছে না?

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ

উত্তরদাতাঃ ফার্মাসি, প্যারামেডিকেল সিষ্টেম আর কি।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা

উত্তরদাতাঃ প্যারামেডিকেল ঐযে শর্ট কোর্স ২ বছরের বা ৩ বছরের থাকেনা?

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ

উত্তরদাতাঃ ঐ টাইপের

প্রশ্নকর্তাঃ ঐ টাইপের কোর্স করছে আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ মেডিসিনের উপরে আর কি।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা তাহলে উনি কি ট্রিটমেন্টও দেয়?

উত্তরদাতাঃ মানে সাময়িক আর কি যেইগুলো ঠান্ডা, সর্দি, জ্বর এইটা সমন্ধেতো আমরা বলতে পারবো না।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা

উত্তরদাতাঃ কারণ আমরা উনার কাছে ট্রিটমেন্ট করাই না।

প্রশ্নকর্তাঃ করান না, না?

উত্তরদাতাঃ না শুধু তার কাছে মেডিসিনই নেই।

প্রশ্নকর্তাঃ মেডিসিনই নেন?

উত্তরদাতাঃ যেইটা মনে করেন প্রেসক্রিপশনে দেয়া থাকে সেইটা বা হয়তোবা গ্যাসের বা ইয়া

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে। তাহলে আপা এতোক্ষন ধরে যে আপনি বললেন এন্টেবায়েটিক,

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ

প্রশ্নকর্তাঃ এন্টেবায়েটিক এর নাম তো তাহলে শুনছেন আপনি?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ

প্রশ্নকর্তাঃ তা এন্টোবায়েটিক এইটা একটু বলেন বিস্তারিত এন্টেবায়েটিকটা মানে এইটা কি ধরনের অসুধ এইটা একটু বলেন এইটা সম্পর্কে? কি শুনছেন?

উত্তরদাতাঃ এন্টোবায়েটিকটা মনে করেন সাধারণ যে অসুধটা

প্রশ্নকর্তাঃ হু

উত্তরদাতাঃ আমরা সাধারণ যে অসুধগুলা খাওয়াই

প্রশ্নকর্তাঃ হু হু

উত্তরদাতাঃ সেইগুলা হয়তো মনে করেন কাজ কম হয়

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা

উত্তরদাতাঃ আর এন্টোবায়েটিক যেটা সেইটা মনে করেন ভিতর থিকা যে একটা জীবানু

প্রশ্নকর্তাঃ হু

উত্তরদাতাঃ সেইটা একেবারে শেষ কইরা দেয়। এই টাইপের কিছু। মানে আমার মতে আমি যতটুকু জানি সেইটাই বলতেছি।

প্রশ্নকর্তাঃ হু হু সেইটাই। সেইটাই। ভেতর থেকে জীবানুটা শেষ করে দেয় বললেন?

উত্তরদাতাঃ শেষ করে দেয়

প্রশ্নকর্তাঃ কি ধরণের জীবানু?

উত্তরদাতাঃ কি ধরণের যেমন এলার্জি হইতে পারে।

প্রশ্নকর্তাঃ হু হু

উত্তরদাতাঃ তারপরে খুজলি হইতে পারে

প্রশ্নকর্তাঃ হু হু

উত্তরদাতাঃ আবার ঠান্ডা থাকতে পারে জ্বর থাকতে পারে

প্রশ্নকর্তাঃ হু হু

উত্তরদাতাঃ ভাইরাস জ্বর যেইটা যেইটা কিছুদিন পর পর দেখা দেয়।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা

উত্তরদাতাঃ যেইটা এন্টোবায়েটিক খাওয়ানোর পর সেইটা ভিতর থেকে চলে যায় একেবারে

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা মানে ভাইরাস জ্বরের জন্য তাইলে এন্টোবায়েটিক দেয়া হয়? মানে আপনি যতটুকু জানেন আর কি

উত্তরদাতাঃ মানে ভাইরাস জ্বর জইতে পারে।

প্রশ্নকর্তাঃ হু হু

উত্তরদাতাঃ এলার্জি জ্বর হইতে পারে। তারপরে খুজলি হইতে পারে।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা। তাহলে আমরা এন্টোবায়েটিকটা কিভাবে কাজ করে এইটা একটু বলবেন?

উত্তরদাতাঃ আমি যতটুকু জানি যে মনে করেন এন্টোবায়েটিকটা কাজ করে

প্রশ্নকর্তাঃ হু হু

উত্তরদাতাঃ মানে খাওয়ানোর সাথে সাথে সেটা কাজ করবেনা।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ অন্তত পক্ষে আপনার পাঁচ দিন খাওয়াইতে হবে

প্রশ্নকর্তাঃ হু হু

উত্তরদাতাঃ তারপরে আপনার ফলটা পাবেন।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা হ্যাঁ

উত্তরদাতাঃ আর নাহয় আমার যে ডাক্তার আছে

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ

উত্তরদাতাঃ যে প্রেসক্রিপশন দিবে

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ

উত্তরদাতাঃ প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী খাওয়াইলেই আমরা সেটা উপকার পাবো।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা। আচ্ছা ঐ অনুযায়ী খাওয়াইলেও উপকার পাবো আর নাহলে এইটা বোঝা যাবে এন্টোবায়েটিক এটলিষ্ট পাঁচ দিন খাওয়ানো হই

উত্তরদাতাঃ চার দিন বা পাঁচ দিন খাওয়ানোর পর সেইটা আর কি উপকারটা বোঝা যাবে

প্রশ্নকর্তাঃ বোঝা যায়? আচ্ছা তো এন্টোবায়েটিক কিভাবে খাওয়াইতে হয়?

উত্তরদাতাঃ উম আমার ভাস্তির বয়স দের বছর

প্রশ্নকর্তাঃ হু হু

উত্তরদাতাঃ ওরে তো দুই বেলা খাওয়াইতে হয়

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা হু

উত্তরদাতাঃ আর আমার বাবুনির এক বছর। এক বছরের নিচে বয়স ছিল যখন তখন এক বেলা

প্রশ্নকর্তাঃ হু হু

উত্তরদাতাঃ বা দুই বেলা কিন্তু আধা চামচ।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা

উত্তরদাতাঃ দুই বেলা হইলে আধা চামচ যদি এক বেলা হয় তাইলে এক চামচ।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা। তারমানে পরিমানে কম করে খাওয়াইতে হয় বয়স অনুযায়ী

উত্তরদাতাঃ এইটা বয়স অনুযায়ী আর কি এইভাবে

প্রশ্নকর্তাঃ বয়স অনুযায়ী। আচ্ছা আচ্ছা

উত্তরদাতাঃ আর যেটা প্রেসক্রিপট করে ডাক্টার

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা যে সেটা প্রেসক্রিপ করে ডাক্টার। যখন আপনি এন্টোবায়েটিক কিনতে যাবেন আর কি এন্টোবায়েটিক এর অসুধগুলো কিনতে গেলে কি আপনার প্রেসক্রিপশন লাগে?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ অবশ্যই। যে যেইটা যেই এন্টোবায়েটিকটা সে লিখতেছে সেই নামটা দেখাইতে হবে। সেই নাম অনুযায়ী মিলিয়ে তারপরে আনতে হবে তো

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ অবশ্যই দেখাইতে হবে

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ প্রেসক্রিপশন সাথে নিতে হবে।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা তো সাথে আপনার নিতে হবে এখন ডাক্টারের কাছে গেলে আপনি মনে করেন নাম বলতে পারলেন হ্যাঁ

উত্তরদাতাঃ হু হু

প্রশ্নকর্তাঃ তখন কি ওরা এন্টোবায়েটিক অসুধও দিয়ে দেয় প্রেসক্রিপশন ছাড়া?

উত্তরদাতাঃ বাবুনির ক্ষেত্রে না

প্রশ্নকর্তাঃ এ্য ওর ক্ষেত্রে না?

উত্তরদাতাঃ না বাবুনিদের ক্ষেত্রে দিবেনা

প্রশ্নকর্তাঃ দিবেনা আচ্ছা কখনো আপনার এমন মনে হইছে যে তাহলে বড়দের ক্ষেত্রে দেয়?

উত্তরদাতাঃ বড়দের ক্ষেত্রেও দেয় না মানে যদি আমি মানে আমি যেইটা বললাম আমরা সব সময় এক ডেসপেনসারিতে যাই অসুধ আনতে

৩৫ মিনিট (৩৫:০৫)

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ

উত্তরদাতাঃ আমাদের পাশে উনি যদি আগে আমাদের মানে আমার আম্মার প্রেসক্রিপশন দেখছেন উনি।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ

উত্তরদাতাঃ এখন আমি আবার অসুধ আনতে গেলাম উনার কাছে

প্রশ্নকর্তাঃ হু হু হু

উত্তরদাতাঃ তা আমার আম্মার প্রেসক্রিপশন নিয়ে তো আর যাওয়ার দরকার নাই কারণ উনি আমার আম্মার প্রেসক্রিপশন দেখছেন এবং মনে আছে উনার।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা

উত্তরদাতাঃ ঠিক আছে?

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ

উত্তরদাতাঃ সব সময় আনা হয় যেহেতু এই কারণে সব সময় আম্মারটা নেওয়া হয় না বা আমার বাবার টা নেওয়া হয় না।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা

উত্তরদাতাঃ বা আমাদেরটা নেয়া হয় না।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ কিন্তু বাবুনিদের ক্ষেত্রে নেওয়া হয়। আমার ভাস্তির ক্ষেত্রেও আমার ছেলের ক্ষেত্রেও

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা তাহলে এইটা একটু বলেন যে প্রেসক্রিপশন ছাড়া অসুধ বিক্রি করা কি ঠিক? ঠিক কিনা আপনার কি মনে হয়?

উত্তরদাতাঃ না এইটা ঠিক না।

প্রশ্নকর্তাঃ কেন ঠিক না?

উত্তরদাতাঃ যদি মনে করেন সাধারণ অসুস্থ্য হয় তাহলে মনে করেন ঠিক আছে। যেমন ঠান্ডা জ্বর কাশি এগুলাতে আপনার পেসক্রিপ্ট ছাড়াও অসুধ খাইলে ভাল হইয়া যায়

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ কিন্তুক আপনার যদি বড় ধরণের কোন ভাইরাস জনিত অসুখ হইয়া থাকে সেক্ষেত্রে আপনাকে এম বি বি এস ডাক্টার দেখানো উচিৎ এবং তাদের এ্যডভাইস নেওয়া দরকার।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা এজন্যই

উত্তরদাতাঃ তারা যা এ্যডভাইস করে সে অসুধ খাওয়ানো দরকার।

প্রশ্নকর্তাঃ আছা

উত্তরদাতাঃ খাওয়া দরকার। না হলে তো আপনে ভাল হবেন না।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই

উত্তরদাতাঃ এইতো

প্রশ্নকর্তাঃ এজন্যই হচ্ছে আপনার মনে হয় যে প্রেসক্রিপশন ছাড়া অসুধ নেয়

উত্তরদাতাঃ ঠিক না

প্রশ্নকর্তাঃ ঠিক না। আচ্ছা তো ধরেন সর্বশেষ এন্টোবায়েটিক তো আপনি হচ্ছে আপনার ছেলের জন্য একটু আগে ইয়াগুলো ছেলের জন্য খাওয়াইতেছেন আবার

উত্তরদাতাঃ ভাস্তির

প্রশ্নকর্তাঃ এ্য ভাস্তির জন্যও খাওয়াইতেছেন এন্টোবায়েটিক। তাইলে এইটা সম্পর্কে বলেন যে এন্টোবায়েটিক ওগুলো যখন কিনছেন তখন কি সাথে প্রেসক্রিপশন লাগছিলো?

উত্তরদাতাঃ জ্বি জ্বি

প্রশ্নকর্তাঃ নেয়া লাগছিলো না?। তো কত টাকা লাগছিলো ঐগুলো কিনতে এ আপনার ছেলের ব্যাপারে তারটা আগে বলেন কত টাকা লাগছিলো?

উত্তরদাতাঃ ও আমার ছেলের লাগছে একশ ত্রিশ টাকা।

প্রশ্নকর্তাঃ একশ ত্রিশ টাকা? মানে শুধু এন্টোবায়েটিকটা না দুইটা মিলে?

উত্তরদাতাঃ দুইটা মিলে

প্রশ্নকর্তাঃ দুইটা মিলে। আচ্ছা আর ভাস্তির জন্য?

উত্তরদাতাঃ বাবুনিরটা কত লাগছে? দুইশ পঁচাশি টাকা আমার ভাস্তির লাগছে

প্রশ্নকর্তাঃ ভাস্তির লাগছে দুইশ পঁচাশি টাকা? আচ্ছা আচ্ছা তাহলে এই যে অসুধ খাওয়াচ্ছেন এখন আপনাদের কি মনে হচ্ছে যে ভাস্তির এবং আপনার ছেলে আর কি দুই জনেরই অনুভুতিটা কেমন এন্টোবায়েটিক তো খাওয়াচ্ছেন মানে অসুধ খাওয়াচ্ছেন অনুভুতিটা কেমন?

উত্তরদাতাঃ মানে সব কিছুরই মানে একটা বিশ্বাস থাকতে হয়

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ বিশ্বাস না থাকলে তো মানে কোন কিছু হবে না আপনার

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ সেটাতো অবশ্যই।

উত্তরদাতাঃ আর সব কিছু উছিলা লাগে ভাল হওয়ার জন্য

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ

উত্তরদাতাঃ এ্য এজন্য এই মেডিসিন ডাক্তার দেখাইছি

প্রশ্নকর্তাঃ হু হু

উত্তরদাতাঃ উনারা প্রেসক্রিপ্ট করছেন অসুধ খাওয়াইতেছি

প্রশ্নকর্তাঃ হু হু

উত্তরদাতাঃ এ্য মনে মনে একটা বিশ্বাস আছে যে না আল্লাহর রহমতে হয়তো ভাল হয়ে যাবে।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ আর আমার ভাস্তির তো এক সপ্তাহ খাওয়াইছি

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ

উত্তরদাতাঃ এখন একটু আল্লাহর রহমতে ঠান্ডাটা কম।

প্রশ্নকর্তাঃ ঠান্ডা কম

উত্তরদাতাঃ নাক দিয়ে পানি পড়া কমছে।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ ঠান্ডা কম না? কমছে। তা এখন অনুভুকি কেমন আপনার যে ভাস্তি তো অর্ধেক

উত্তরদাতাঃ আমার ভাস্তির অনুভুতি আমি আমি ভাল বলবো আমার ভাবি ভাল বলবে

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ

উত্তরদাতাঃ যে মা তারটা বেশী জানা দরকার আপনার

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আপনার কি মনে হয়?

উত্তরদাতাঃ আমি তো প্রচন্ড খুশি। আমাল ছেলে যেই কথা আমার ভাস্তি একই কথা।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ সেটাতো

উত্তরদাতাঃ আমার মেয়ে

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ আমি সেটাতো জানতে চাচ্ছি

উত্তরদাতাঃ খুশি। এইটা আনন্দের ব্যাপার

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ

উত্তরদাতাঃ আমার ভাস্তিটা সুস্থ্য হইয়া গেছে।

প্রশ্নকর্তাঃ হু হু

উত্তরদাতাঃ এখন ঘন ঘন ঠান্ডা লাগবেনা

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা

উত্তরদাতাঃ ওর কষ্টটা কমে গেছে এইটা একটা আনন্দের বিষয় না?

প্রশ্নকর্তাঃ অবশ্যই অবশ্যই কারণ বাচ্চারা অসুস্থ্য হলে তো কষ্ট অনেক পায়। তাহলে আপনাদের এখানে কি আর কোন অসুধ আছে যে এন্টোবায়োটিক অসুধ রাখা যেইটা হয়তো পরবর্তীতে আবার ঐ অসুখটা হইলে খাওয়াবেন এরকম করে এন্টোবায়োটিক অসুধ বড়দের জন্য বা বাচ্চাদের জন্য?

উত্তরদাতাঃ আমার আব্বার আমার আম্মার রেগুলার চলতেছে।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ কিন্তু তুলে রাখছেন কিনা মানে ভবিষ্যতে খাবেন এরকম?

উত্তরদাতাঃ না না না

প্রশ্নকর্তাঃ এরকম নাই না?

উত্তরদাতাঃ না।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা, তো এরকম শুনছেন না আপা এন্টোবায়োটিক এর অসুধের মেয়াদ থাকে?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ মেয়াদ থাকে সাত দিন।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ

উত্তরদাতাঃ সর্বোচ্য

প্রশ্নকর্তাঃ মেয়াদ সম্পর্কে আপনি একটু বলেন অসুদের মেয়াদ সম্পর্কে?

উত্তরদাতাঃ এ্য সম্পর্কে বলতে মানে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে বাবুনিদের ক্ষেত্রে সাত দিন

প্রশ্নকর্তাঃ সাত দিন?

উত্তরদাতাঃ দশ দিন সাত দিন দশ দিন এর বেশী না

প্রশ্নকর্তাঃ এর বেশী মেয়াদ থাকে না, না?

উত্তরদাতাঃ আর বড়দের ক্ষেত্রে বড়রা তো মনে করেন সাত দিন খায় বার দিন খায় এটা অসুখের উপর নির্ভর করে আর কি।

প্রশ্নকর্তাঃ না অসুধের মেয়াদ আছে কি নাই এই জিনিসটা

৪০ মিনিট (৪০:০০)

উত্তরদাতাঃ সেইটাতো মেয়াদ আছে কিনা সেইটাতো এন্টোবায়োটিক এর ক্ষেত্রে যেইটা

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ

উত্তরদাতাঃ সেইটা সাত দিন, বারো দিন চৌদ্দ দিন দশ দিন

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা

উত্তরদাতাঃ ঠিক আছে? বাচ্চাদের ক্ষেত্রে।

প্রশ্নকর্তাঃ এইটাতো বারো দিন দিন গুলো কি বললেন মানে এন্টোবায়োটিক খাওয়াতে হবে নাকি?

উত্তরদাতাঃ না মানে যে সিলটা আছে

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ

উত্তরদাতাঃ অসুধের সীলটা মুখটা খুলার পর বার দিন

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা

উত্তরদাতাঃ বা সিলটা খুলার পর সাত দিন।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা

উত্তরদাতাঃ সাত দিন খাওয়াতে পারবো সীলটা খোলার পর এরপরে আর খাওয়াইতে পারবো না।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ

উত্তরদাতাঃ এরপর যদি আপনার যদি আবার মনে হয় যে না আবার খাওয়াইলে ভাল হবে তাইলে আপনার আবার একটা নতুন নিতে হবে। এইটাই আরকি

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ বাচ্চাদের ক্ষেত্রে

প্রশ্নকর্তাঃ বাচ্চাদের ক্ষেত্রে? এখন বড়দের অসুধের ক্ষেত্রে কি রকমের?

উত্তরদাতাঃ বড়দের অসুধের তো আর মনে করেন এই সিরাপ দেয় না।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ

উত্তরদাতাঃ তাদেরকে ট্যাবলেট দেয়া হয়

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ

উত্তরদাতাঃ বা ক্যাপসুল দেয়া হয়।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ

উত্তরদাতাঃ এই এইটাতো আর খোলার কিছু নাই। খুললো খাইয়া ফেললো। সেইটার উপরে তো আবার মনে করেন এক্সপায়ার ডেট আছে।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ ঐ অনুযায়ীই এন্টোবায়োটিকটা বড়রা খায়।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা ঐ এক্সপায়ার ডেট অনুযায়ী?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ আর বাচ্চাদের ক্ষেত্রে

প্রশ্নকর্তাঃ এক্সপায়ার ডেট কত দিন থাকে? কিভাবে থাকে এইটা একটু বলতে পারবেন?

উত্তরদাতাঃ এক বছর থাকে দুই বছর থাকে। উৎপাদন অনুযায়ীই আর কি।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা

উত্তরদাতাঃ লেখা থাকে। এইটাতো আমরা উৎপাদন করি না আমরা ভাল বলতে পারবো না।

প্রশ্নকর্তাঃ সেটাতো অবশ্যই। তাহলে এইটা বলেন এন্টোবায়োটিক খাওয়ার পরে আমাদের মানুষের শরীরে কোন শরীরে কোন সমস্যা দেখা দেয় কিনা?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ বাচ্চাদের ক্ষেত্রে কি একটু মনে করেন পাওয়ার বেশী হলে

প্রশ্নকর্তাঃ হু হু

উত্তরদাতাঃ তারা একটু দূর্বল হয়ে যায়

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা

উত্তরদাতাঃ একটু ঘামে শরীলটা

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা

উত্তরদাতাঃ এইটাই আর কি।

প্রশ্নকর্তাঃ আর বড়দের ক্ষেত্রে?

উত্তরদাতাঃ বড়দের ক্ষেত্রেও একই মনে করেন যদি পাওয়ার বেশী হয়ে যায় বন্টিবায়েটিকে, তাহলে শরীল ক্লান্ত হয়।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ।

উত্তরদাতাঃ দূর্বল হয়ে যায়।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ

উত্তরদাতাঃ প্রেসার লো হয়ে যায়।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা

উত্তরদাতাঃ এই ক্ষেত্রে মনে করেন আবারো ভিটামিন এ্যডভাইস দেয়।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা। ভিটামিন এ্যডভাইস করে?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ

প্রশ্নকর্তাঃ তাহলে এই যে পশুপাখির জন্য হ্যাঁ পশুপাখি বা গৃহপালিত পশুর জন্য

উত্তরদাতাঃ এইটা আমার ভাইয়া বলতে পারবে

প্রশ্নকর্তাঃ এইটা আপনি বলতে পারবেন না, না?

উত্তরদাতাঃ না

প্রশ্নকর্তাঃ কি ধরণের অসুধ লাগে

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ এইটাই ব্যাপারটা নিয়ে আপনি আমার ভাইয়ার সাথে আলোচনা কইরা যাইয়েন।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা তাহলে এই যে এন্টোবায়োটিক এতোক্ষন ধরে আমরা এন্টোবায়োটিক এর কথা বলতেছি

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ

প্রশ্নকর্তাঃ এখন আমি একটু জানতে চাচ্ছি যে এন্টোবায়োটিক রেজিষ্ট্যান্স নাম শুনছেন?

উত্তরদাতাঃ না

প্রশ্নকর্তাঃ শুনেন নাই? এন্টি মাইক্রোবিয়াল রেজিষ্ট্যান্স এইটা সম্পর্কে শুনছেন?

উত্তরদাতাঃ এন্টি মাইক্রোভিয়াল মনে হয় শুনছি।

প্রশ্নকর্তাঃ এন্টি মাইক্রোবিয়াল রেজিষ্ট্যান্স আর কি

উত্তরদাতাঃ না এরকম কখনো শুনি নাই

প্রশ্নকর্তাঃ এরকম শুনেন নাই না? আচ্ছা ধরেন এই যে ডাক্টাররা একটা কোর্স দেয়। কোর্স পুরা অসুধ দেয় ধরেন বাবুনির জন্য দিছে হইছে চৌদ্দ দিনের অসুধ দিছে

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ

প্রশ্নকর্তাঃ আর আপনার ইয়ার জন্য দিছে হইছে কত দিনের জন্য বললেন যেন?

উত্তরদাতাঃ দশ দিন

প্রশ্নকর্তাঃ দশ দিনের হ্যাঁ এরকম কোর্স পুরা অসুধ এবং হইছে বলছে কোর্স পুরা খাইতে এবং দিনে দুই বার খাইতে এভাবে নিয়ম মেনে অসুধ খাওয়া হ্যাঁ যদি না খায় তাহলে কি হইতে পারে? আপনার কিছু মনে হয়? কিছু হবে?

উত্তরদাতাঃ আমি আমার যতটুক ধারণা মানে আমি যতটুকু বুঝি আর কি

প্রশ্নকর্তাঃ হু হু হু

উত্তরদাতাঃ মানে এন্টোবায়োটিক এর ফাইলটা মানে এরকম যে আমি যতটুকু বুঝতেছি সেটুকু আপনাকে বলছি সবার ধারণা তো আর এক রকম না।

প্রশ্নকর্তাঃ হু হু

উত্তরদাতাঃ এন্টোবায়োটিক ফাইল শুরু করলে

প্রশ্নকর্তাঃ হু হু

উত্তরদাতাঃ আপনার যদি সাত দিন হয় তাহলে সাত দিন পুরা খাওয়াইতে হয়।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা

উত্তরদাতাঃ মাঝখানে যদি আপনি গ্যাপ দেন তাহলে মানে ফাইলটা আবার শুরু করতে হবে। এই টাইপ কিছু

প্রশ্নকর্তাঃ এই টাইপ কিছু? মানে

উত্তরদাতাঃ গ্যাপ দেয়া যাবেনা।

প্রশ্নকর্তাঃ গ্যাপ দেয়া যাবেনা?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ

প্রশ্নকর্তাঃ এইটা কেন গ্যাপ দেয়া যাবে না?

উত্তরদাতাঃ গ্যাপ দেয়া যাবে না কারণ এইটা একটা নির্দিষ্ট সময়

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ সাত দিন সাত দিনই আপনাকে খাওয়াইতে হবে।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ

উত্তরদাতাঃ এইটা যদি কমে যায় বা এইটা আপনি অতিরিক্ত খায়া ফেলেন তাহলে তো আর হবেনা।

প্রশ্নকর্তাঃ হু হু

উত্তরদাতাঃ আপনারে এ্যাডভাইস করছে সাত দিন সাত দিনই খাওয়াইতে হবে

প্রশ্নকর্তাঃ হু

উত্তরদাতাঃ সাত দিন খাওয়াইলেই ভাল হবে।

প্রশ্নকর্তাঃ তো যদি না খাওয়ান তাহলে কিছু হবে কিনা?

উত্তরদাতাঃ আমরা উপকারী পাব না।

প্রশ্নকর্তাঃ উপকার পাবেন না?

উত্তরদাতাঃ উপকারী পাব না।

প্রশ্নকর্তাঃ উপকার পাবেন না? কি রকম এইটা?

উত্তরদাতাঃ ধরেন কাজ করবে দেরীতে।

প্রশ্নকর্তাঃ দেরীতে কাজ করবে ?

উত্তরদাতাঃ অসুস্থ্যটা

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা অসুস্থ্যটা দেরীতে কাজ করবে? তো দেরীতে সুস্থ্য হবে?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ এই টাইপের কিছু

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা। ধরেন এই ধরণের যদি সমস্যা হয় হ্যাঁ

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ

প্রশ্নকর্তাঃ তাহলে আপনি কি করতে পারেন এই সমস্যা সমাধান করার জন্য বা এগুলো আপনি কোথা থেকে শুনছেন?

উত্তরদাতাঃ ডাক্তারের কাছে সব সময় যাওয়া আসা করলেই উনারাই সাধারণত বলে।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা এইগুলা উনাদের কাছ থেকেই শুনছেন?

উত্তরদাতাঃ শুনছেন হ্যাঁ

প্রশ্নকর্তাঃ তাহলে এই সমাধান করার জন্য যেন এই ধরণের সমস্যা না হয় তাহলে আপনি কি করতে পারেন?

উত্তরদাতাঃ এই ধরণের সমস্যার সমাধান মানে কি আমরাতো ডাক্তার না

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই

উত্তরদাতাঃ আমাদের আবার উনাদের আবার উনাদের এ্যাডভাইস নিতে হবে।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা যে কিভাবে এ্যাডভাইস নিবেন তাহলে এইটা একটু বলেন?

উত্তরদাতাঃ অ্যা বলবো মানে সুস্থ্য না হইলে বা দেখা যাইতেছে যে উপকার পাইতেছি না বা ভাল হইতেছে না

প্রশ্নকর্তাঃ হু হু

উত্তরদাতাঃ আমরা আবার দেখাবো ডাক্তারকে।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ ডাক্তার এ্যাডভাইস দিবে যে কি সমস্যা কেন হইতেছে না। তারা বুঝবে ভাল।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা

৪৫ মিনিট (৪৫:০০)

উত্তরদাতাঃ তারা এ্যাডভাইস করবে

প্রশ্নকর্তাঃ তারা এ্যাডভাইস করবে যেটা সেইটা

উত্তরদাতাঃ সেইটাই সেই মতেই চলতে হবে।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে আপা অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।

উত্তরদাতাঃ আচ্ছা আপনাকেও ধন্যবাদ। আসি হ্যাঁ।

প্রশ্নকর্তাঃ একটু খানি আমি জেনে নিবো আপনার যে কবুতর পালতেছেন আমি শুনলাম যে কবুতর পালতেছেন শুনলাম বিশ জোড়া তো এদের কি কখনো আসুখ বিসুখ হলে কিভাবে এদেরও কোন অসুধ লাগে কিনা? লাগে?

উত্তরদাতাঃ হু হু অবশ্যই লাগে এই যে মানুষ প্রাণী যেহেতু তার ভ্যাকসিন তো লাগবেই।

প্রশ্নকর্তাঃ এইটা কি অসুধ দেন আপনি?

উত্তরদাতাঃ এইটা ঐযে পশুর ফার্মেসি আছে একটা

প্রশ্নকর্তাঃ হু হু

উত্তরদাতাঃ ঐখানে ডাক্তারও বসেন

প্রশ্নকর্তাঃ হু হু

উত্তরদাতাঃ প্লাস সমস্যার কথা বললে তারা অসুধটা ঐভাবে দিয়ে দেয়।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা তো আপনার আজ পর্যন্ত এখন কি আপনার কবুতর সবগুলো ভাল আছে?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ এখন সুস্থ্য আছে

প্রশ্নকর্তাঃ এখন সুস্থ্য আছে? কখনো কতদিন ধরে পালতেছেন আপনি?

উত্তরদাতাঃ আমি পালি তিন চার বছর

প্রশ্নকর্তাঃ তিন চার বছর? তাহলে কি কোন অসুদ টসুদ লাগছে ঐগুলির?

উত্তরদাতাঃ অল্প। ততটা লাগে না

প্রশ্নকর্তাঃ ততটা লাগে না?

উত্তরদাতাঃ যখন কোন বড়

প্রশ্নকর্তাঃ বড় কিছু হইছে এর মধ্যে?

উত্তরদাতাঃ না না যখন একটু গরম বেশী পড়ে তখন হয়তো একটা স্যালাইন গুলায়া পানির সাথে খাওয়াইয়া দেই এই

প্রশ্নকর্তাঃ কিসের স্যালাইন?

উত্তরদাতাঃ এইটা এই খাওয়ার স্যালাইন খাবার স্যালাইন।

প্রশ্নকর্তাঃ আমরা যেইটা খাই?

উত্তরদাতাঃ না না ঐটা মানে ধরণটা ঐ রকমই কাজ করবে ঐরকমই কিন্তু পাখির জন্য তো এতোটা মানে হাই ইয়ার কি বলে এটাকে এতো পাওয়ার ফুল না।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা তো?

উত্তরদাতাঃ ঐটা ওর জন্য আলাদা তৈরী করা হয়। ঐযে একমি কোম্পানী আছে।

প্রশ্নকর্তাঃ হু হু হু

উত্তরদাতাঃ তারপরে আপনার বেক্সিমকো আছে, ড্রাগ ইন্টারন্যাশনাল আছে ওরা পশুপাখির ডিপার্টমেন্ট আছে আলাদা।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা তো ঐখান থেকে আপনি নিয়ে এসে খাওয়াইছেন? কতোবার খাওয়াইছেন সর্বশেষ কবে খাওয়াইছেন?

উত্তরদাতাঃ অনেক আগে আমি তো এক দেড় বছর আগে খাওয়াইছি।

প্রশ্নকর্তাঃ দেড় বছর আগে? এই দেড় বছরের মধ্যে কখনো আর লাগে নাই?

উত্তরদাতাঃ না না না কোন সমস্যা হয় নাই।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা তাহলে এইটা কার পরামর্শে খাওয়াইছেন?

উত্তরদাতাঃ এইটা ঐযে যেখানে কবুতর পাখি টাখি বিক্রি করে তার পাশে একটা ফার্মেসি আছে

প্রশ্নকর্তাঃ হু হু

উত্তরদাতাঃ ডাক্টারও বসে

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা কি রকম ডাক্টার উনি?

উত্তরদাতাঃ এইটা আতো কিছু আমি আসলে জানি না ডাক্টার ডাক্টারই

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা তো ঐ কবুতরের কি হইছিলো?

উত্তরদাতাঃ না কিছুই হয় নাই মানে আমি নিজ থিকা চিন্তা করলাম যে গরম বেশী

প্রশ্নকর্তাঃ হু হু

উত্তরদাতাঃ টেমপারেচার অনেক হাই

প্রশ্নকর্তাঃ হু হু

উত্তরদাতাঃ তাদেরওতো একটা স্যালাইন দরকার আছে।

প্রশ্নকর্তাঃ ও আচ্ছা আচ্ছা

উত্তরদাতাঃ ঐ সুবাদেই মানে বেশী গরম পড়লে আইনা খাওয়াই এই আর কি। আর কিছুই না।

প্রশ্নকর্তাঃ ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা আর গরু ছাগল এদের জন্য কি কি অসুধ লাগে এটা সমন্ধে জানেন আপনি?

উত্তরদাতাঃ এটা সমন্ধে ওখানে গেলেই ডাক্টার পরামর্শ দেয়।

প্রশ্নকর্তাঃ মানে আপনি নিজে

উত্তরদাতাঃ না আমি তো আর গবাদি পশু পালি না।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা

উত্তরদাতাঃ আমি জাষ্ট একটু পাখি পালি ঐটা সমন্ধে আমার একটু ধারণা আছে এই।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা

উত্তরদাতাঃ আর হয়তো বছরে একবার ক্রিমির অসুধ খাওয়াই এই।

প্রশ্নকর্তাঃ ক্রিমির অসুধ ওদেরকে?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ পাখির।

প্রশ্নকর্তাঃ পাখির জন্য ক্রিমির অসুধ পাখিদের জন্য আলাদা ক্রিমির অসুধ আছে?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ আলাদা ঐটা মানে টোটালি আলাদা

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা তো কি রকম ঐটা প্রাইস কেমন একটু সলবেন ঐ স্যালাইনের প্রাইস আর

উত্তরদাতাঃ ও দশ টাকা।

প্রশ্নকর্তাঃ স্যালাইন দশ টাকা? আর হ্যাঁ

উত্তরদাতাঃ আর ক্রিমির অসুদ একটা ছোট লিকুইড থাকে

প্রশ্নকর্তাঃ হু হু

উত্তরদাতাঃ কৌটা থাকে ঐটা পঁচিশ টাকা না ত্রিশ টাকা দাম

প্রশ্নকর্তাঃ কিভাবে খাওয়ান ঐটা?

উত্তরদাতাঃ পানির সাথে মিশায়া

প্রশ্নকর্তাঃ পানির সাথে?

উত্তরদাতাঃ এক লিটার পানির সাথে

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ

উত্তরদাতাঃ কবুতর যদি পরিমান যত গুলা ঐ পরিমান

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা

উত্তরদাতাঃ করে দশ মিলি এক মিলিতে হচ্ছে একটা না দুইটা যেন

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা

উত্তরদাতাঃ হইতে পারে

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা তো এই রকম কৃমির অসুধ কবে খাওয়াইছেন?

উত্তরদাতাঃ এইটা চার মাস পর পর খাওয়াইতে হয়।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা

উত্তরদাতাঃ আমি বছরে দুই খাওয়াই। ছয় মাস ছয় মাস পর পর।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা সর্বশেষ কবে খাওয়াইছেন?

উত্তরদাতাঃ এইটা খাওয়াইছি তাও দুই মাস হইয়া গেছে।

প্রশ্নকর্তাঃ ও আচ্ছা দুই মাস হয়ে গেছে না? আচ্ছা। আর এরকম কি এন্টোবায়োটিক দেয়া লাগছে কিনা ওদেরকে?

উত্তরদাতাঃ না না না আমি এন্টোবায়োটিক কখনো খাওয়াই নাই।

প্রশ্নকর্তাঃ খাওয়ান নাই, না? আচ্ছা। ঠিক আছে তাহলে।

উত্তরদাতাঃ ওকে থ্যাংক ইউ।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ ধন্যবাদ।